Bruno latour 4

ব্রুনো লাতুর (১৯৪৭-২০২২) এর "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" (We Have Never Been Modern)

তিনি ছিলেন একজন ফরাসি দার্শনিক (যিনি জীবনের গভীর বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন), নৃতত্ত্ববিদ (যিনি মানুষের সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন) এবং সমাজতত্ত্ববিদ (যিনি সমাজ নিয়ে গবেষণা করেন)। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়ন (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করে, সেই বিষয়) ক্ষেত্রে তার কাজের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

ব্রুনো লাতুরের "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" বইটি হলো আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক (বিজ্ঞান সম্পর্কিত) ও দার্শনিক (গভীর চিন্তাভাবনা সম্পর্কিত) পদ্ধতির একটি পর্যালোচনা। এটি বিশেষ করে অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি (এই তত্ত্বে কোনো ঘটনা বা সমস্যা বোঝার জন্য দেখা হয়, সেখানে কে বা কারা জড়িত, তাদের ক্ষমতা কেমন, তারা কী চায় এবং তাদের কাছে কী তথ্য আছে) এর কাঠামোর মধ্যে তৈরি হওয়া ধারণার উপর ভিত্তি করে লেখা।

"উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" বইটি ব্রুনো লাতুরের লেখা, যা ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। এটি প্রথমে ফরাসি ভাষায় লেখা ও প্রকাশিত হয়েছিল, এবং পরে ১৯৯৩ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। লাতুর হলেন একজন ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, অধ্যাপক এবং লেখক। তিনি ফ্রান্সের অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, যেখানে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি अध्ययन এবং সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। অনেকে তার গবেষণাগুলোকে সামাজিক নির্মাণবাদের (social constructionism – এই ধারণা যে সমাজই সবকিছু তৈরি করে) সাথে বেশি সম্পর্কিত বলে মনে করেন; তিনি সেই ধারণা থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছিলেন এবং সমাজতত্ত্ব বিষয়ে তার কাজ ও চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া নতুন করে সাজিয়েছিলেন। যদিও তিনি একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও অধ্যাপক ছিলেন, লাতুর সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন তার লেখা বইগুলোর জন্য, যার মধ্যে এটি একটি, "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন"।

লাতুরের এই লেখায় দেখানো হয়েছে যে বিজ্ঞানের উত্থান আমাদের আধুনিক পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য বদলে দিয়েছে, যেখান থেকে আর পেছনে ফেরা সম্ভব নয়। আমরা যে পথে চলেছি, সেটি একটি একমুখী রাস্তা, যা আমাদের সব সময় সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের তথাকথিত আদিম (পুরনো দিনের) পূর্বপুরুষদের থেকে সব সময় আলাদা করে দিচ্ছে। অনেক সমালোচক এই বইটিকে "বিজ্ঞানের নৃতত্ত্ব" (anthropology of science – অর্থাৎ বিজ্ঞান কীভাবে তৈরি হয় ও কাজ করে তার গভীর বিশ্লেষণ) বলে মনে করেন। "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" এমন একটি বই যা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে যে আধুনিকতা কীভাবে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে একটি বিভাজন তৈরি করেছে, যা মানব ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে খুব বেশিদিন আগের ঘটনা নয়। আমাদের এখনকার অনেক আধুনিক সমস্যা, যেমন – পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া/জলবায়ু পরিবর্তন, এইচআইভি (HIV) রোগ, এবং ক্রমাগত উন্নত হতে থাকা জৈবপ্রযুক্তি (biotechnologies) – এগুলো এমন বিষয় যা নিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" বইতে লাতুর পাঠককে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছি – এই সাধারণ ধারণাটি যেন আমরা ছেড়ে দিই। তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের আজকের এই পৃথিবী মূলত এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে আমাদের এই আধুনিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হবে না।

লাতুরের মতে, (ইউরোপীয়) আধুনিকতার যুগ শেষ হয়ে গেছে, এবং এর সাথে উন্নতির যে ধারণাটি এর মূল ভিত্তি ছিল, সেটাও শেষ। পৃথিবী এখন এমন সব মিশ্র জিনিসে (hybrid objects) ভরে গেছে যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং সেগুলো আর শুধুমাত্র বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির জগতের অংশ নয়। বরং, এই জিনিসগুলো একই সাথে রাজনীতি, সংস্কৃতি বা অর্থনীতিরও অংশ হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করছে। ক্ষমতার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি; ক্ষমতা এখন আর শুধু রাজনীতিবিদদের হাতে নেই, বরং শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং আরও অনেকের হাতে চলে গেছে।

তবে, আধুনিকতা নিয়ে যে জটিল আলোচনা (critical discourse) করা হয়, তা আমাদের আধুনিক বস্তুগুলোর মিশ্র বা জটিল (hybrid) প্রকৃতিকে ঠিকমতো বুঝতে দেয় না। এই বস্তুগুলোকে একে অপরের সাথে যুক্ত করার পরিবর্তে, তাদের জটিলতা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে সম্মান জানিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক বা জালের (তাদের অন্যান্য সত্তার সাথে যে একাধিক সংযোগ স্থাপন করে, সেই অনুযায়ী) মধ্যে বিবেচনা করার পরিবর্তে, এই আলোচনাগুলো কৌশল (technique) এবং প্রকৃতিকে, বিজ্ঞানের অমানবিকতা (inhumanity) এবং সমাজের মানবিকতাকে, জ্ঞানী ব্যক্তি (scholar) এবং রাজনীতিবিদকে (এটা ছিল ম্যাক্স ওয়েবারের (Max Weber) চিরায়ত পার্থক্য), মানুষ এবং অ-মানুষকে (non-human) আলাদা করে এবং একে অপরের বিপরীতে দাঁড় করায়।

লাতুরের মতে, একটি নৃতাত্ত্বিক (anthropological – অর্থাৎ মানুষের সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত) আলোচনা অপরিহার্য, কারণ এটি এতদিন পর্যন্ত মূলত "প্রাক-আধুনিক" (pre-modern) সমাজগুলোর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই প্রাক-আধুনিক সমাজগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক, এমনকি পৌরাণিক এবং সামাজিক বিষয়গুলোর একে অপরের সাথে গভীরভাবে মিশে থাকা। এটা ঠিক যে, ঐতিহ্যবাহী সমাজ এবং বর্তমান সমাজগুলোর মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি, এবং এটাকে উপেক্ষা করা মানে উত্তর-আধুনিকতাবাদের (postmodernism) আপেক্ষিকতাবাদী (relativist – অর্থাৎ সবকিছুই আপেক্ষিক, কোনো কিছুই চূড়ান্ত নয়) অবস্থানে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা, যে অবস্থানটিকেও লাতুর "অ-আধুনিকতা" (non-modernity) ধারণার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিন্তু যেহেতু আমরা আধুনিকতার সেই কর্মসূচি (program of modernity) – যা জ্ঞানকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয় থেকে স্বাধীন বলে ধরে নিয়েছিল – তা কখনোই পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করিনি, তাই আমরা কল্পনা করতে পারি যে আমরা কখনোই আধুনিক ছিলাম না: আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা মানুষ এবং মিশ্রবস্তু (hybrids), জটিল সামাজিক-প্রযুক্তিগত নেটওয়ার্ক বা জালের (socio-technical networks) একটি মিশ্রণ, যেগুলোকে আর আলাদা করা বা বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

লাতুরের মতে, উদ্ভাবনগুলো (innovations) এই নতুন নৃতাত্ত্বিক ভঙ্গি (anthropological posture) প্রয়োগ করার জন্য একটি আদর্শ ক্ষেত্র তৈরি করে, কারণ সেগুলো মিশ্রবস্তু (hybrids) তৈরি করে এবং মানুষ ও অ-মানুষ কর্তাদের (non-human actors) একসাথে সহাবস্থান করায় ইত্যাদি। বিশ্লেষক আর এই বস্তুটিকে বিভিন্ন অংশে কেটে ফেলতে বা এর গঠন প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করতে পারেন না। যারা উদ্ভাবনটি তৈরি করছেন, সেইসব কর্তাদের অনুবাদের (translations – অর্থাৎ রূপান্তর বা পরিবর্তন) প্রক্রিয়াগুলোকেও বিবেচনায় নিতে হবে, তাদের অনুসরণ করতে হবে, দেখতে হবে তারা কীভাবে অন্যান্য কর্তাদের এর সাথে যুক্ত করছে। নেটওয়ার্কিং বা জাল তৈরি (অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক) বিশ্লেষণের কেন্দ্রে থাকতে হবে; উদ্ভাবনকে বুঝতে হবে ঠিক সেভাবেই যেভাবে এটি তৈরি হচ্ছে – অর্থাৎ যারা এটি গঠন করছে সেইসব কর্তাদের দ্বারা এবং ব্যবহারকারী বা গ্রাহকদের দ্বারা এর ক্রমাগত রূপান্তরের মাধ্যমে। ব্যবহারকারীরা তাদের প্রত্যাশাগুলো প্রকাশ করে, সেগুলোকে অনুবাদ করে, এবং এর বিনিময়ে তারা উদ্ভাবনের সহ-উৎপাদন (co-produce) করে এবং এর মিশ্র বা জটিল প্রকৃতিতে (hybridity) অংশগ্রহণ করে।

**ব্রুনো লাতুর কেন দাবি করেছিলেন যে “আমরা কখনও আধুনিক ছিলাম না”?**

ব্রুনো লাতুর তার "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" (We Have Never Been Modern) বইতে আধুনিকতার অন্তর্নিহিত ধারণাগুলোর অর্থ ও প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রভাবশালী (যদিও বিতর্কিত) ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

ব্রুনো লাতুর একজন জটিল চিন্তাবিদ। তিনি দৈনন্দিন প্রযুক্তির জগতের একজন নৃতাত্ত্বিক (ethnographer – যিনি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন) হিসেবে পরিচিত, যিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে अध्ययन করেছেন যে কীভাবে প্রথম নজরে গুরুত্বহীন মনে হওয়া জিনিসগুলো, যেমন একটি চাবি বা একটি সেফটি বেল্ট, সক্রিয়ভাবে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। অন্যরা লাতুরকে একজন অত্যন্ত তাত্ত্বিক প্রাবন্ধিক হিসেবে চেনেন, যিনি উত্তর-আধুনিকতাবাদী (postmodernist) দার্শনিকদের – প্রধানত লিওতার (Lyotard) এবং বোদ্রিয়ার (Baudrillard), তবে বার্থেস (Barthes), লাকাঁ (Lacan) এবং দেরিদা (Derrida)-কেও – অভিযুক্ত করেছিলেন যে তাদের চিন্তাভাবনা কেবল কৃত্রিম "চিহ্ন-জগৎ" (sign-worlds) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়; তিনি তাদের এই উত্তেজক বক্তব্য দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে “আমরা কখনও আধুনিক ছিলাম না।”

**ব্রুনো লাতুর “আমরা কখনও আধুনিক ছিলাম না” (We Have Never Been Modern) বলতে কী বুঝিয়েছেন?**

ব্রুনো লাতুরের লেখা "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" বইটি প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রচলিত যে বিভাজন, তাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং এই যুক্তি তুলে ধরে যে আধুনিকতা উন্নতি ও জ্ঞানার্জনের (enlightenment) প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি একটি চিন্তা-জাগানো এবং কঠিন পাঠ্য। এই নিবন্ধটি লাতুরের অবস্থান এবং এটি কীভাবে আধুনিকতা সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবে।

১৯৯১ সালে প্রকাশের পর থেকে, "উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন" সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান অধ্যয়নের (science studies) উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এটি একটি যুগান্তকারী এবং যুক্তিমূলক কাজ। বইটি যুগান্তকারী ছিল কারণ এটি মানুষ বাইরের জগতের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে তা বোঝার জন্য একটি ভিন্ন কাঠামো প্রস্তাব করেছিল। এতে, লাতুর যুক্তি দেন যে আধুনিকতা একটি মিথ্যা নির্মাণ (construct) যা মানুষের তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে থাকা সূক্ষ্ম সামাজিক এবং পরিবেশগত সংযোগগুলোকে বিবেচনা করতে অবহেলা করেছে।

লাতুরের যুক্তি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ছিল যে, মানুষ কেবল একটি কঠোর, পূর্বনির্ধারিত জিনিসের শৃঙ্খলার মধ্যে বিদ্যমান থাকার পরিবর্তে ক্রমাগত তাদের নিজস্ব জগৎ তৈরি করছে। তিনি এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে "আধুনিক"-এর একটি নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় সারমর্ম (essence) রয়েছে, এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমস্ত সমাজই পরিবর্তে মিশ্র (hybrid), সম্পূর্ণরূপে "আধুনিক" বা "ঐতিহ্যগতভাবে" কাঠামোবদ্ধ নয়, এবং ক্রমাগত প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যে আপস-আলোচনা (negotiating) করছে। উপরন্তু, তিনি এই ধারণাটিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে এমন কিছু মূল্যবোধ রয়েছে যা সকল মানুষকে মেনে চলতে হবে এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে বরং, আমাদের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধগুলো একটি পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিতর্কিত এবং আপস-আলোচনা করা হয়।

**প্রাচীন এবং আধুনিক**

প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য অতীতের সাথে তুলনা করলে, আধুনিকতা হলো সময়ের মধ্যে একটি ছেদ বা বিচ্ছেদ। "আধুনিক" শব্দটি একইসাথে সময়ের ধারায় একটি ছেদ এবং বিজয়ী ও পরাজিতদের মধ্যে একটি সংঘাতকে বোঝায়। এই শব্দগুলো (prepositions) এই বিশেষণটিকে (adjective) যোগ্য করে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয় কারণ আমরা দ্বৈত অসামঞ্জস্য (double asymmetry) বজায় রাখার ক্ষমতায় কম আত্মবিশ্বাসী। লাতুর জোর দিয়ে বলেন যে এমনটা হওয়ার কারণ হলো আমরা আর সময়ের необратимый বা অপরিবর্তনীয় তীরকে (irreversible arrow of time) প্রদর্শন করতে বা বিজয়ীদের পুরস্কৃত করতে সক্ষম নই। সমসাময়িক এবং ঐতিহ্যবাহী, বর্বর এবং সভ্যদের মধ্যে সংঘাতে কে জয়ী হবে তা নির্ধারণ করা সবসময় সহজ নয়। বিপ্লবগুলো নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা এবং শাসনের অবসান ঘটাতে বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এবং এটি সবসময় স্পষ্ট নয়।

আধুনিকতার সমাপ্তি বোঝাতে, যা স্থির অগ্রগতি, জ্ঞানার্জন (Enlightenment), এবং রৈখিক বা সরলরৈখিক ইতিহাস (linear history) দ্বারা চিহ্নিত ছিল, এই নতুন বিভ্রান্তিকে তখন "উত্তর-আধুনিকতাবাদ" (postmodernism) তকমা দেওয়া হয়। লাতুর এর সাথে একমত নন, এবং তিনি যুক্তি দেখাবেন যে সমস্যাটা এটা নয় যে আমরা আর আধুনিক নই বা আমরা কোনোভাবে আধুনিকতা ত্যাগ করেছি, বরং সমস্যাটা হলো আমরা শুরু থেকেই কখনোই এতে প্রবেশ করিনি।

**আধুনিকতা আসলে কী?**

লাতুর জোর দিয়ে বলেন যে অগ্রগতি (progress), যুক্তি (reason), এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism) এর মতো কিছু মূল্যবোধ ও বিশ্বাস প্রায়শই আধুনিকতার সাথে যুক্ত করা হয়। লাতুর যুক্তি দেন যে এই মূল্যবোধগুলো, যদিও একচেটিয়াভাবে আধুনিকতার সাথে যুক্ত নয়, ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন রূপে উপস্থিত ছিল। লাতুরের মতে, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিভাজনই হলো আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার মতে, এই ধারণা যে প্রকৃতি একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু যা মানুষের দ্বারা অধীত ও পরিচালিত হবে এবং মানুষ প্রকৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ – এটাই আধুনিকতাকে সংজ্ঞায়িত করে। আধুনিক সমাজগুলো এমনভাবে গঠিত যা এই বিভাজনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে মানুষ শহুরে এলাকায় বাস করে এবং প্রকৃতি পার্ক ও অন্যান্য নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

তবে লাতুর, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে এই বিভাজনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন, এবং জোর দিয়ে বলেন যে এটি একটি কৃত্রিম বা বানানো ধারণা। তার মতে, মানুষ ও প্রকৃতি একটি পৃথক ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকার পরিবর্তে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। তার জন্য, প্রকৃতি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যা সাধারণত বিশ্বাস করা হয় তার বিপরীত।

তিনি আধুনিক সংবিধানের (modern constitution) ধারণাটি পরীক্ষা করেন, যেটিকে তিনি সেইসব ধারণা ও রীতিনীতির সমষ্টি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন যা আধুনিকতার ভিত্তি তৈরি করে। তিনি যুক্তি দেন যে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে মৌলিক যে বিভাজন আধুনিক সংবিধানের মূলে রয়েছে, তা বেশ কয়েকটি সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার জন্ম দিয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, বিষয় ও বস্তু (subject and object), এবং ঘটনা ও মূল্য (fact and value) সহ বেশ কয়েকটি দ্বৈত বৈপরীত্য (binary oppositions) আধুনিক সংবিধানের ভিত্তি তৈরি করে। এই বৈপরীত্যগুলো একটি স্তরবিন্যাস (hierarchy) তৈরি করে যেখানে বিজ্ঞানকে সর্বজনীনভাবে সত্য হিসেবে দেখা হয়, এবং বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানকে (objective knowledge) অন্যান্য ধরনের জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখা হয়, যেগুলোকে ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) এবং নিকৃষ্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষকেও প্রকৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখা হয়।

**আধুনিক সংবিধান (The Modern Constitution)**

ব্রুনো লাতুর দাবি করেন যে আধুনিক সংবিধান বেশ কিছু সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার জন্য দায়ী, যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ, প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ধ্বংস, এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য গোষ্ঠী যারা আধুনিকতাবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির (modernist worldview) সাথে খাপ খায় না, তাদের প্রান্তিকীকরণ (marginalization)। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আধুনিক সংবিধান মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগতের পারস্পরিক আন্তঃসংযোগকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা এই সমস্যাগুলোর কারণ।

লাতুর প্রস্তাব করেন যে মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের একটি নতুন বোঝাপড়া তৈরি করার জন্য, আমাদের অবশ্যই আধুনিক সংবিধানের বাইরে তাকাতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের অবশ্যই মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করতে হবে এবং বিজ্ঞানের বাইরেও জ্ঞানের অন্যান্য বৈধ রূপ রয়েছে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের পৃথিবীর জটিলতা এবং আন্তঃসংযোগকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই নতুন নতুন চিন্তাভাবনা এবং আচরণের পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

**অস্তিত্বের ধরন: প্রাক-আধুনিক এবং আধুনিক (Modes of Existence: Premodern and Modern):**

লাতুরের প্রধান দাবি হলো, আধুনিক বিশ্ব দুটি বিপরীতধর্মী অস্তিত্বের ধরনের (modes of existence) মধ্যে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব দ্বারা চিহ্নিত: একটি হলো "প্রাক-আধুনিক" (premodern) অস্তিত্বের ধরন, যেখানে মানুষ এবং অ-মানুষ (non-humans) সম্পর্কের একটি জালের মধ্যে সহাবস্থান করে, এবং অন্যটি হলো "আধুনিক" (modern) অস্তিত্বের ধরন, যেখানে মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশুদ্ধ সংস্কৃতির (pure culture) একটি ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়। লাতুর দাবি করেন যে জ্ঞানার্জন বা আলোকায়ন (Enlightenment), যার লক্ষ্য ছিল মানুষকে ঐতিহ্য এবং কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা এবং একটি যুক্তিসঙ্গত, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, এই দ্বি-বিভাজনের (dichotomy) জন্য দায়ী।

আমরা কখনোই সত্যিকারের আধুনিক ছিলাম না, এবং আধুনিকতার প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়েছে। তিনি যুক্তি দেন যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে পৃথকীকরণের যে মিথ বা কল্পকাহিনী, তা অসত্য এবং আধুনিক বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে মানুষ ও অ-মানুষের মধ্যে সম্পর্কের একটি জটিল জাল দ্বারা চিহ্নিত।

লাতুর তার দাবিগুলো প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি থেকে অসংখ্য উদাহরণ ব্যবহার করেন। তিনি অন্বেষণ করেন যে কীভাবে মানুষ ও অ-মানুষের মধ্যেকার জটিল সম্পর্কের জালকে "ব্ল্যাক বক্সিং" (black boxing) নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু বিমূর্ত ধারণার (abstract concepts) সমষ্টিতে পরিণত করা হয়, আর এভাবেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তৈরি হয়। তিনি আরও পরীক্ষা করেন যে কীভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও স্বার্থের মধ্যেকার জটিল সম্পর্কের জালকে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে একটি দ্বৈত বৈপরীত্যে (binary opposition) ঘনীভূত করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করা হয়, যাকে তিনি "পরিশুদ্ধকরণ" (purification) প্রক্রিয়া বলেন।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের বোঝার উপর লাতুরের আধুনিকতার সমালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। তার মতে, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐতিহ্যগত বিভাজন আধুনিকতার একটি উপজাত (byproduct) এবং এর ফলে মানুষ ও প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে একটি বৈরী ও টেকসইহীন (unsustainable) সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তিনি যুক্তি দেন যে আমাদের এই দ্বি-বিভাজনকে অতিক্রম করতে হবে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা কীভাবে একে অপরের সাথে ক্রিয়া করে সে সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে, যা তাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের জটিল জালকে বিবেচনায় নেয়।

আমাদের অবশ্যই এই দ্বি-বিভাজনকে অতিক্রম করতে হবে এবং মানুষ ও অ-মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের জটিল জাল সম্পর্কে একটি নতুন বোঝাপড়া তৈরি করতে হবে। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে বিভাজনের তার সমালোচনা মানুষ ও প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে আমাদের বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

**ব্রুনো লাতুরের আধুনিকতাবাদের ধারণার প্রত্যাখ্যান (Bruno Latour’s Rejection of the Ideas of Modernism)**

আধুনিকতা হলো রৈখিক বা সরলরৈখিক পরিবর্তনের (linear change) একটি স্থির এবং অভিন্ন প্রক্রিয়া – এই ধারণার বিপরীতে, লাতুরের বই এই যুক্তি তুলে ধরে যে এটি কখনোই একটি সমজাতীয় (homogenous) ঘটনা ছিল না এবং এটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল (in flux)।

লাতুর যে কেবল আধুনিকতার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হননি, বরং নির্দিষ্ট আঞ্চলিক প্রাক-আধুনিক (pre-modern) ঐতিহ্য সংরক্ষণের পক্ষেও কথা বলেছেন, সেটি বইটির অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। এটিকে অগ্রগতির পশ্চিমা ধারণার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়, যে ধারণা অনুযায়ী শুধুমাত্র আধুনিকতার অগ্রগতির মাধ্যমেই মানুষের জন্য স্বাধীনতা এবং সমতা সম্ভব। লাতুরের পদ্ধতির সমালোচনা করা হয়েছিল অকার্যকর হওয়ার জন্য এবং এই বিষয়টি উপেক্ষা করার জন্য যে নির্দিষ্ট প্রাক-আধুনিক ঐতিহ্যগুলো কিছু সম্প্রদায়ের জন্য নিপীড়নমূলক এবং ক্ষতিকর হতে পারে।

বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল কারণ এটি আধুনিকতার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিতর্কিত আলোচনার জন্ম দিয়েছিল এবং প্রচলিত বয়ানগুলোকে (discourses) ভেঙে ফেলতে সাহায্য করেছিল। আধুনিকতার তথাকথিত "অগ্রগতি" বিবেচনা করার সময়, এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট বোঝার তাৎপর্যকেও তুলে ধরেছিল। উপরন্তু, বইটি আমাদের সমসাময়িক বিশ্বকে বোঝা এবং বিশ্লেষণ করার একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে আধুনিকতার প্রচলিত আখ্যানগুলোর একটি বিকল্প প্রস্তাব করে। পরিশেষে, বইটি আধুনিকতা এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে।